04 DEC 2013 ৩ ২

চার লক্ষাধিক শিক্ষক নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত থাকবেন

সব ধরনের ছুটি ও বদলি স্থগিত

মুশতাক আহমদ

চার লক্ষাধিক শিক্ষকসহ শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আসন্ন নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত করার প্রস্তুতি নিয়েছে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে এসব কর্মকর্তার সব ধরনের ছুটি এবং বদলি কাজ স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরকারি কলেজের শিক্ষক এবং উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত করা হবে। এসব কর্মকর্তার মধ্য থেকে নির্বাচন কমিশন প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা এবং পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করবে। নির্বাচনী কাজের জন্য প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। পরে তারা ভোট কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করবেন। জানা গেছে, এজন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সব ধরনের বদলি ও ছুটি আগামী দেড় মাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইঞা এক পত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি কার্যক্রম স্থগিত রাখার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। সোমবার তারা ওই নির্দেশনা পেয়েছেন। সে অনুযায়ী মঙ্গলবারই তারা নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়েছেন। তবে তিনি এও জানান, সাধারণ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সব ধরনের বদলি স্থগিত রাখতে হয়। এ কারণে ২৫ নভেম্বরের পরদিন থেকেই তারা বিষয়টি স্থগিত রেখেছেন। তিনি বলেন, শুধু বদলি নয়, শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের ছুটিও তারা বন্ধ করে দিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ জানান, সাধারণত জানুয়ারি মাস থেকে বছরের প্রথম তিন মাস তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বদলি কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। বছরের বাকি ৯ মাস বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া কোনো ধরনের বদলি কাজ করা হয় না। এ অবস্থায় তার দফতরের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের বদলির আবেদন গ্রহণ করছে। তবে এবার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নির্বাচনের আগে কোনো ধরনের বদলি কাজ করা হবে না। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের কাজের জন্য তিন মাস থেকে যে সময় কেটে যাবে, তা পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। জানা গেছে, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দেয়া পত্রে নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা নির্বাচনের পর ১৫ দিন পার না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারীদের ছুটি

থাকবেন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

থাকবেন : নিয়োজিত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এবং বদলি স্থগিত থাকবে। সারা দেশে নতুন-পুরনো মিলিয়ে প্রায় ৬০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাড়ে ৩ লাখের বেশি শিক্ষক রয়েছেন। সারা দেশে বর্তমানে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩২২টি। ওই সব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। আর সরকারি কলেজ রয়েছে ২৭০টি। ওই সব প্রতিষ্ঠানে ১৫ হাজারের বেশি শিক্ষক রয়েছেন। সাধারণত এসব শিক্ষক বদলির অধীনে থাকেন। আর সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে প্রায় ১০ হাজার। ওই সব প্রতিষ্ঠানে আরও ৪০ হাজার শিক্ষক রয়েছেন। বেসরকারি পর্যায়ের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বদলির আওতায় না থাকলেও তারা ছুটি প্রাপ্য হন। অন্যদিকে সরকারি-বেসরকারি এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের নির্বাচনী কাজে তাদের নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন এক পত্রে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সব ধরনের পরীক্ষা শেষ করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে। সে আলোকে উভয় মন্ত্রণালয় দ্রুত পরীক্ষা শেষ করার উদ্যোগও নিয়েছে। এর বাইরে নির্বাচনী কাজের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা এবং পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে উভয় মন্ত্রণালয় তাদের বেশ কিছু শিক্ষা অফিসারকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয়ার ছুটি দিয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাই রয়েছেন ২৪৪ জন।

এদিকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর সব ধরনের বদলি ও ছুটি স্থগিত রাখার সাধারণ রেওয়াজ থাকলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তা মানা হয়নি। ২৮ নভেম্বর খুলনা সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজের ইংরেজির শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে ভোলায় সরকারি ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজে বদলি করা হয়েছে। সরকারি আজিজুল হক কলেজের সমাজকর্মের শিক্ষক আবদুল মান্নানকে এমফিল ডিগ্রি করার অনুমতির পাশাপাশি ছুটি দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, সোমবার তারা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ছুটি ও বদলি স্থগিত রাখার ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়ার পরপরই ওইদিনই তা আদেশ আকারে জারি করেছেন। তিনি বলেন, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি করে থাকে মাউশি। এছাড়া সরকারি কলেজের ঢাকার বাইরের প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ের বদলিও তারা করে থাকেন। তাই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে মাউশিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয় আগামী নির্বাচন শেষ হওয়ার পরও ১৫ দিন বিষয়টি অনুসরণ করবে।